ইউনিট ১২

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয়
(Capital and Revenue Income and

ভূমিকা

আপনি যদি একজন ব্যবসায়ী হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে বহু ধরনের লেন-দেনে জড়িত হতে হয়। এর ভেতরের কোন কোন লেন-দেন এমন হয়ে থাকে যার ফলাফল বা প্রতিদান অনেক দিন ধরে চলে। আবার কিছু লেন-দেন এমন থাকে যার ফলাফল বা প্রতিদান অল্প সময়ের জন্য পাওয়া যায়। ধরুন, আপনি একটি দালান নির্মান করেছেন ব্যবসা করার জন্য। নিশ্চয় আপনি এ দালান ব্যবসায়ের কাজে বছরের পর বছর অর্থাৎ অনেক বছর ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু আপনার ৫০ জন মজুর বা কর্মচারী রয়েছে যাদের বেতন ও মজুরী দিয়ে থাকেন কারো দৈনিক, কাউকে মাসিক, কাউকে হয়ত বাৎসরিক ভিত্তিতে। অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট সময় (দিন, মাস, বছর) অতিবাহিত হওয়ার পর ঐ কর্মচারীকে কাজ করাতে হলে আবার অর্থ দিতে হবে। ঐ ব্যয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর ফল ঐ সময়ের বাইরে পাওয়া যাবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, লেন-দেন মুলত: দু'ধরনের হচ্ছে-দীর্ঘদিন ফলদায়ক এবং স্বল্পকাল ফলদায়ক। প্রথমটিকে বলা হয় মূলধনজাতীয় এবং দ্বিতীয়টিকে বলে মুনাফা জাতীয় লেন-দেন বা আয়-ব্যয়। চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের সময় মুনাফা জাতীয় লেনদেনকে লাভ-ক্ষতি হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং মূলধনজাতীয় হিসাবগুলোকে উদ্বর্তপত্রে দেখানো হয়। সুতরাং এ বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে চূড়ান্ত হিসাব অশুদ্ধ হতে পারে এবং ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণ হবে না।

এ ইউনিট থেকে আপনি জানতে পারবেন, মূলধন ও মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয় কাকে বলে, এর শ্রেণীভেদ কি কি, বিলম্বিত মুনাফা- জাতীয় ব্যয় কি, আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি কিভাবে নির্ধারণ করা হয় এবং মূলধন ও মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয় নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তাই বা কি?

পাঠ-১ সংজ্ঞা (Definition)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- মূলধনজাতীয় আয়-বয়ের সজ্ঞা বলতে পারবেন

বিষয়বস্তু

যেহেতু ব্যয়ের মাধ্যমে আয় অর্জিত হয়। তাই প্রথমে ব্যয় এবং পরে আয়ের আলোচনা করা হলো-

মূলধনজাতীয় ব্যয় (Capital Expenditure)

সাধারণ অর্থে স্থায়ী সম্পদ অর্জনের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাকে মূলধনজাতীয় ব্যয় বলে। মূলত: কোনটি মূলধনজাতীয় ও কোনটি মুনাফা জাতীয় ব্যয় তা নির্ধারণ করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এজন্য প্রতিটি ব্যয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা দরকার যা দেখলে বুঝা যায় উক্ত ব্যয় কোন জাতীয়। আমরা সাধারণ সংজ্ঞার আলোকে বলতে পারি একটি মেশিন ক্রয়ে অর্থ ব্যয় মূলধনজাতীয় ব্যয়। এখন দেখা যাক, এ মেশিনের বৈশিষ্ট্য কি কি রয়েছে। আমরা দেখব, একটি মেশিন ক্রয়ের মাধ্যমে-

ক) একটি স্থায়ী সম্পত্তি অর্জিত হয়েছে।

খ) এ সম্পদ অর্জনের জন্য অর্থ বারবার ব্যয় করা লাগবে না।

গ) এ সম্পদ থেকে একটানা অনেক বছর ফল পাওয়া যাবে

ঘ) এ সম্পদটি দীর্ঘস্থায়ী; এবং

ঙ) ইহা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।

হিসাবরক্ষেণের সাধারণ নিয়মে সম্পদের সংস্থাপন ব্যয়, সম্প্রসারণ ব্যয় এবং উন্নয়ন ব্যয় উক্ত হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ঐ সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি করে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, মূলধনজাতীয় ব্যয় বলতে ঐ ব্যয়কে বুঝায় যার মাধ্যমে একটানা দীর্ঘদিন মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কোন স্থায়ী সম্পত্তি অর্জিত হয় বা বৃদ্ধি ঘটে এবং যার মাধ্যমে ব্যবসায়ের মুনাফার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ : কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি। ইহা উদ্বর্তপত্রের সম্পত্তির দিকে প্রদর্শিত হয়।

মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি ও আয় (Capital Receipts and Income) ঃ

যে সমস্ত প্রাপ্তি স্থায়ী প্রকৃতির ও দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যবসায়ে গ্রহণ করা হয় সেগুলোকে মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি বলে। এ ধরনের প্রাপ্তি বার বার ব্যবসায়ে ঘটে না। যেমন, মালিকের নিকট থেকে প্রাপ্ত মূলধন, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ঋণ, কোন স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়লব্ধ অর্থ ইত্যাদি।

আর ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্য দ্বারা ব্যতীত অন্য উপায়ে যে আয় অর্জিত হয় (যা মূলতঃ স্থায়ী প্রকৃতির সম্পদ থেকে আসে) তাকে মূলধনজাতীয় আয় বলে। ইহাও বার বার অর্জিত হয় না। যেমন, হিসাব বইতে প্রদর্শিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোন স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়লব্ধ আয়, অধিহারে শেয়ার বিক্রয়লব্ধ আয় ইত্যাদি। এ দুটিই উদ্বর্তপত্রের দায়ের দিকে দেখানো হয়।

মুনাফাজাতীয় ব্যয় (Revenue Expenditure) ঃ

এ জাতীয় ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় থেকে বিপরীত প্রকৃতির। এ ধরনের ব্যয় ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হয়। এর ফলাফল স্বল্পকালের অর্থাৎ এক হিসাব সনের মধ্যে নি:শেষ হয়ে যায়। যেমন, কর্মচারীর বেতন, যাতায়াত খরচ, পরিবহন খরচ, মজুরী, পণ্য ক্রয় ইত্যাদি। এ ব্যয় হিসাব সনে বার বার সংঘটিত হতে পারে বা হয়ে থাকে।

অতএব, যেসব ব্যয় ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পুনঃ পুনঃ সংঘটিতে হয় এবং যে সমস্ত ব্যয়ের ফলাফল স্বল্প সময়ে অর্থাৎ একটি হিসাব সনের মধ্যে শেষ হয়ে যায় সেগুলোকে মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলে। মুনাফা জাতীয় ব্যয় ক্রয়-বিক্রয় হিসাব বা লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট করা হয়। আর যদি এ ব্যয় বকেয়া থাকে তাহলে তা উদ্বর্তপত্রের দায়ের দিকে দেখানো হয়। উল্লেখ্য, স্থায়ী সম্পদ চালু রাখার জন্য যে ব্যয় হয় তাও মুনাফা জাতীয় ব্যয়। যেমন, যন্ত্রপাতি মেরামত খরচ, অবচয় ইত্যাদি।

মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি ও আয় (Revenue Receipts and Income) ঃ

মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি এবং আয় বলতে কারবারের দৈনন্দিন স্বাভাবিক কার্যাবলীর মাধ্যমে বারবার যে অর্থ পাওয়া যায় বা আয় হয় তাকে বুঝায়। তবে প্রাপ্তি ও আয় একই জিনিস নয়। সব আয় প্রাপ্তি কিন্তু সব প্রাপ্তি আয় নয়। যেমন, পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ, প্রাপ্ত বা প্রাপ্য কমিশন, প্রদত্ত ঋণের সুদ, প্রাপ্য বা প্রাপ্ত ভাড়া ইত্যাদি মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি কিন্তু এর মধ্যে প্রাপ্য বা প্রাপ্ত কমিশন, সুদ এবং ভাড়া হল মুনাফা জাতীয় আয়। উল্লেখ্য, আয় অর্জনের অধিকার জন্মালেই তা হিসাবে আসবে, প্রাপ্তি বাধ্যতামূলক নয়। মুনাফা জাতীয় আয় ও প্রাপ্তি ক্রয়-বিক্রয় হিসাব এবং লাভ-লোকসান হিসাবের ক্রেডিট দিকে দেখাতে হয়।

পাঠ সংক্ষেপ

- স্থায়ী সম্পদ অর্জনের জন্য যে ব্যয় হয় তাকে মূলধনজাতীয় ব্যয় এবং দৈনন্দিন কার্যাবলী সচল রাখতে বার বার যে ব্যয় হয় তাকে মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলে। যেসব প্রাপ্তি স্থায়ী প্রকৃতির তাকে মূলধন জাতীয় এবং দৈনন্দিন কার্যাবলীর মাধ্যমে বার বার যে অর্থ আয় হয় বা পাওয়া যায় তাকে মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি ও আয় বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১২.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। নীচের কোন্‌টি মূনাফা জাতীয় ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য নয়?

ক. এ ব্যয়ের ফল অনেক বছর পাওয়া যায় খ. এ ব্যয় বার বার করতে হয়

গ. এর মাধ্যমে স্থায়ী সম্পদ অর্জিত হয় ঘ. সম্পদটি দীর্ঘস্থায়ী হয়।

২। নীচের কোন্‌টি মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

ক. এ ব্যয় পূনঃ পূনঃ সংঘটিত হয় না খ. এ ব্যয় স্বল্পকালের জন্য

গ. দৈনন্দিন কাজ চালাতে এ ব্যয় সংঘটিত হয় ঘ. অবচয়।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. মূলধন জাতীয় আয় ও ব্যয় এর সংজ্ঞা সহ বিস্তারিত লিখ।

২. মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি ও পরিশোধ বলতে কি বুঝ? বিস্তারিত লিখ।

পাঠ-২

আয়-ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ
Classification of Income & Expenditure

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আয়-ব্যয়ের শ্রেণীভেদের উল্লেখ করতে পারবেন

বিষয়বস্তু

আয়-ব্যয়ের শ্রেণীভেদ (Classification of Income & Expenditure)

যে কোন ব্যবসায়ের লেনদেন হয় আয়ের সাথে না হয় ব্যয়ের সাথে জড়িত। এজন্য বলতে গেলে লেনদেন ও আয়-ব্যয় প্রায় সমান অর্থ বহন করে। তাই লেনদেন ও আয়-ব্যয়ের শ্রেণী প্রকৃতির দিক থেকে একই। একে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ মূলধনজাতীয় এবং মুনাফাজাতীয়। মূলধন জাতীয় আয়-ব্যয় আবার ৩ প্রকারের। যথা- মূলধনজাতীয় ব্যয়, মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এবং মূলধননাফা জাতীয় আয়। মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয় প্রধানত ২ প্রকারের। যথা ঃ মুনাফা জাতীয় আয় এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয়। আরো একধরনের বিশেষ ব্যয় রয়েছে যাকে বলে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়। নিম্নে এদের চিত্রসহ বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

১. **মূলধনজাতীয় (Capital Income & Expenditure)ঃ** মূলধনজাতীয় অর্থ স্থায়ী প্রকৃতির। এ জাতীয় আয়-ব্যয় তিন প্রকারের। নিম্নে এদের আলোচনা করা হলো ঃ

   ক) **মূলধনজাতীয় ব্যয় ঃ** প্রতি বছর আয়ের লক্ষ্যে স্থায়ী সম্পত্তি অর্জনের জন্য যে ব্যয় করা হয় তাকে মূলধন জাতীয় ব্যয় বলে। এর ফলে ব্যবসায়ে বহুদিন বা দীর্ঘকাল ধরে পাওয়া যায়। উদাহরণ ঃ আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, ভূমি, দালান-কোঠা, মটরগাড়ী ইত্যাদি অর্জনে ব্যয়িত অর্থ। এ ব্যয় পূনঃ পূনঃ সংঘটিত হয় না।

   খ) **মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি ঃ** যে প্রাপ্তি স্থায়ী প্রকৃতির এবং ব্যবসায়ে দীর্ঘদিন ধরে থাকবে তাকে মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি বলে। এ জাতীয় প্রাপ্তি ঘন ঘন পাওয়া যায় না। যেমন, মালিকের প্রদত্ত নতুন মূলধন, ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি।

   গ) **মূলধনজাতীয় আয় ঃ** যে আয় ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যাবলীর মাধ্যমে অর্জিত নয় এবং পূনঃ পূনঃ পাওয়া যায় না তাকে মূলধনজাতীয় আয় বলে। যেমন- অধিহারে শেয়ার বিক্রয়লব্ধ আয, স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত মুনাফা ইত্যাদি। এ আয় মূলত: লাভের সাথে সংশ্লিষ্ট।

২. **মুনাফাজাতীয় (Revenue Income & Expenditure)ঃ** মুনাফাজাতীয় অর্থ যা ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত এবং যা বার বার সংঘটিত হয় এমন প্রকৃতির। এ জাতীয আয়-ব্যয় দুই প্রকারের। প্রাপ্তি ও আয় আলাদা করলে একে ও তিনভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে এদের আলোচনা করা হলো।

   ক) **মুনাফাজাতীয় ব্যয় ঃ** যে ব্যয় ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বার বার সংঘটিত হয়ে থাকে, তাকে মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলে। এর ফল স্বলকালেই নি:শেষ হয়ে যায়। যেমনঃ মজুরী, বেতন, বিদ্যুৎ খরচ, পরিবহন খরচ, পণ্য ক্রয়, অবচয় ইত্যাদি।

   খ) **মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি ও আয় ঃ** যে আয় ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে পূনঃ পূনঃ অর্জিত হয় তাকে মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি বা আয় বলে। এ আয় প্রাপ্ত ও প্রাপ্য দুইই হতে পারে। যেমন পণ্য বিক্রয়, প্রাপ্ত কমিশন, প্রাপ্ত বাট্টা ইত্যাদি। যদিও সব ধরনের মুনাফাজাতীয় আয়ই প্রাপ্তি কিন্তু সংশ্লিষ্ট বছরের সাথে সম্পর্কিত প্রাপ্য বা প্রাপ্ত কমিশন, বাট্টা, সুদ প্রভৃতি মুনাফাজাতীয় আয় নামেই অভিহিত হয়ে থাকে।

৩. **বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয় ঃ** কোন কোন মুনাফাজাতীয় ব্যয় এত অধিক পরিমাণ হতে পারে যার ফল পরবর্তী বছর বা একাধিক বছরও স্থায়ী হয়ে থাকে। এ ধরনের মুনাফাজাতীয় ব্যয়কে বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলা হয়। যেমন- বড় অংকের বিজ্ঞাপন খরচ, কোন ব্যবসাকে শুরু করার প্রাথমিক ব্যয় ইত্যাদি। একে সাময়িক মূলধনজাতীয় ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সম্পর্কে ১২.৩ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

- আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি অনুসারে একে মুলতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ মূলধনজাতীয় এবং মুনাফাজাতীয়। তবে আয়-ব্যয়কে সর্বমোট ৬ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ মূলধনজাতীয় ব্যয়, মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি, মূলধনজাতীয় আয়, মুনাফাজাতীয় ব্যয়, মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি ও আয় এবং বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১২.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি অনুসারে একে মোট কতভাগে ভাগ করা যায়?

ক. ২
খ. ৩
গ. ৬
ঘ. ৯

২। মূলধনজাতীয় আয়-ব্যয় কত ধরণের?

ক. ২
খ. ৩
গ. ৪
ঘ. ৫

৩। অবচয় আয়-ব্যয়ের কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত?

ক. মুনাফাজাতীয় ব্যয়
খ. মুনাফা জাতীয় ব্যয়
গ. বিলম্বিত মুনাফাজাতীয়
ঘ. কোনটিই নয়।

পাঠ-৩

বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয়
Deferred Revenue

উদ্দেশ্য
এই পাঠ শেষে আপনি

- বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের বর্ণনা দিতে পারবেন

বিষয়বস্তু
ধরুন, আপনি একটি বিজ্ঞাপনদাতা কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন যে, আপনার ব্যবসার প্রচারের জন্য ঐ কোম্পানি ৫ বছর বিজ্ঞাপন দিবে এবং এর জন্য তাকে ১ লাখ টাকা দেয়া হবে। অন্যদিকে আপনি সালাম সাহেবকে মাসিক ৩,০০০ টাকা বেতনে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে সালাম সাহেবকে বছরে ১২ বার টাকা দিতে হবে। ৩ মাস পরে চলে গেলে তাঁর থেকে কিছু ফেরৎও পাওয়া যাবে না। সুতরাং এ বেতন পূর্ণ মুনাফাজাতীয় এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ১ লাখ টাকার বিজ্ঞাপন খরচ একবারে হচ্ছে যা ৫ বছর চলবে কিন্তু এর মাধ্যমে এমন কোন সম্পদও অর্জিত হচ্ছে না যার ইড়ড়শ ঠধষঁব নির্ধারণ করা যায় এবং প্রয়োজনে বিক্রী করে দেয়া যায়। অতএব এ ব্যয়টি এমন একটি ব্যয় যা পূর্ণ মূলধনজাতীয়ও নয় আবার পূর্ণ মুনাফাজাতীয়ও নয়। এজন্য একে বিশেষ একটি নাম দেয়া হয়েছে যা বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে পরিচিত।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, যখন কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে একবারে বড় অংকের মুনাফাজাতীয় ব্যয় সম্পাদন করে যার ফল একাধিক বছর ধরে পাওয়া যায় তখন ঐ ব্যয়কে বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলা হয়।

এ ব্যয় প্রকৃতিগতভাবে মুনাফাজাতীয় কিন্তু প্রতিদানের ক্ষেত্রে মূলধনজাতীয়। যেমন, বড় অংকের বিজ্ঞাপন খরচ, কোম্পানীর প্রাথমিক খরচ, শেয়ারের দালালী, ঋণপত্র ইস্যু ব্যয়, ঋণপত্র ইস্যুর ক্ষেত্রে প্রদত্ত বাট্টা, একস্থান থেকে অন্যত্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে স্থানান্তরিত করার ব্যয়, বিশেষ ধরনেরও বড় অংকের মেরামত খরচ ইত্যাদি।

একে কেউ কেউ সাময়িক মূলধনজাতীয় ব্যয় হিসেবেও গণ্য করে থাকেন। আর এজন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ঐ ব্যয় থেকে পরবর্তী কত বছর ফল পেতে আশা করে সে কয়ভাগে ঐ ব্যয়কে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগকে পরবর্তী বছরগুলোতে লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট করে এ ব্যয় খাতকে অবলোপন করতে হয়। সম্পূর্ণ অবলোপন না হওয়া পর্যন্ত একে বছর শেষে (বিলম্বিত অংশটুকু) উদ্বর্তপত্রের সম্পত্তির দিকে কাল্পনিক সম্পত্তি হিসাবে প্রদর্শন করা হয়।

যদি এ ব্যয়কে অর্জিত মুনাফার বিপরীতে চার্জ করা না হয় তাহলে লাভ-ক্ষতির হিসাব সঠিক হবে না।

উদাহরণ ঃ ১

নিম্নের দফাগুলির আয়-ব্যয় প্রকৃতি নির্ণয় করুন এবং ব্যাখ্যা প্রদান করুন ঃ

১. মজুরী;
২. আয়কর প্রদান;
৩. জি.এম.এর কক্ষে এ.সি. লাগানোর ব্যয়;
৪. ব্যবস্থাপকের বেতন প্রদান;
৫. যন্ত্রপাতি ক্রয়;
৬. যন্ত্রপাতি মেরামত খরচ;
৭. মেশিন সংস্থাপন ব্যয়;
৮. সুনাম;
৯. কোম্পানীর প্রাথমিক ব্যয়;
১০. আসবাবপত্রের অবচয়;
১১. লভ্যাংশ প্রাপ্তি;
১২. একটি মেশিনের বই মূল্য ৫০,০০০ টাকা যা ৬০,০০০ টাকা বিক্রি করা হল। উক্ত ১০,০০০ টাকা যা বেশী পাওয়া গেল;
১৩. ক্রীত যন্ত্রপাতি পরিবহনের জন্য জাহাজ ভাড়া;
১৪. ক্রয়কৃত পণ্য পরিবহণ খরচ;
১৫. বাট্টা প্রাপ্তি;

১৬. সদস্যদের চাঁদা প্রাপ্তি;
১৭. সদ্য কেনা যন্ত্রপাতি মেরামত;
১৮. কাঁচামাল ক্রয়;
১৯. কপিরাইটের জন্য ব্যয়;
২০. কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি স্থানান্তর ও পূনঃ সংস্থাপনের জন্য ১০,০০০ টাকা ব্যয় হল যার ফল ব্যবসায়ে ৫ বছর পাওয়া যাবে;
২১. মনিহারী ক্রয় ১০০০ টাকা;
২২. পণ্য বিক্রয়;
২৩. মামলা খরচ;
২৪. উপ-ভাড়াটিয়া থেকে ভাড়া প্রাপ্তি; এবং
২৫. কারখানার জন্য লে-আউট দিতে ইঞ্জিনিয়ারকে প্রদত্ত অর্থ।

নং	আয়-ব্যয়	শ্রেণী	কারণসহ ব্যাখ্যা
১.	মজুরি	মুনাফাজাতীয় ব্যয়	ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এ ব্যয় করা হয়, তাই এটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়।
২.	আয়কর প্রদান	মুনাফাজাতীয় ব্যয়	নির্দিষ্ট হিসাব সনের সাথে এ ব্যয় সংশ্লিষ্ট। ঐ বছরের মুনাফা থেকেই উক্ত ব্যয় করা হয়।
৩.	এ.সি. লাগানোর ব্যয়	মূলধনজাতীয় ব্যয়	এর মাধ্যমে একটি স্থায়ী সম্পদ অর্জিত হয়েছে যা ব্যবসায়ে অনেক দিন ব্যবহৃত হবে।
৪.	ব্যবস্থাপকের বেতন	মুনাফাজাতীয় ব্যয়	এ ব্যয়ের ফল সংশ্লিষ্ট মাস বা বছরের সাথেই সীমাবদ্ধ ও স্বল্পকালের জন্য হয়ে থাকে।
৫.	যন্ত্রপাতি ক্রয়	মূলধনজাতীয় ব্যয়	এ ব্যয়ের মাধ্যমে এমন স্থায়ী সম্পদ অর্জিত হয়েছে যার থেকে ব্যবসায় কয়েক বছর উপকার পাবে।
৬.	যন্ত্রপাতি মেরামত খরচ	মুনাফাজাতীয় ব্যয়	যন্ত্রটি চালু রাখার জন্য এটি একটি স্বল্পমেয়াদি খরচ বিধায় এটা মুনাফাজাতীয় ব্যয়।
৭.	মেশিন সংস্থাপন ব্যয়	মূলধনজাতীয় ব্যয়	এর ফলে কারবারের স্থায়ী সম্পত্তির সম্প্রসারণ ঘটেছে যা কয়েক বছর স্থায়ী হবে।
৮.	সুনাম ক্রয়	মূলধনজাতীয় ব্যয়	এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী ব্যয় যার ফল বহুদিন ধরে পাওয়া যাবে।
৯.	কোম্পানীর প্রাথমিক ব্যয়	সাময়িক মূলধনজাতীয় বা বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়	এ খরচ অনেকদিন ফল দেবে কিন্তু কোন সম্পদ দেখা যায় না।
১০.	আসবাবপত্রের অবচয়	মুনাফাজাতীয় ব্যয়	এ ব্যয় সাময়িক এবং সংশ্লিষ্ট বছরের ফলের সাথে এ ব্যয় সংশ্লিষ্ট
১১.	লভ্যাংশ প্রাপ্তি	মুনাফাজাতীয় আয়	এ লাভ বিনিয়োগ থেকে প্রতিবছর পাওয়া যাবে। এর ফল দীর্ঘস্থায়ী নয়।
১২.	মেশিন বিক্রয় থেকে লাভ	মূলধনজাতীয় ব্যয়	এ আয় ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্য থেকে উদ্ভুত নয় এবং এ আয় বার বার আসবে না।
১৩.	ক্রীত যন্ত্রপাতি পরিবহনের জন্য জাহাজ ভাড়া	মূলধনজাতীয় ব্যয়	এ ব্যয়ের ফলে স্থায়ী সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐ সম্পদ অনেক বছর ব্যবসায়ে সুবিধা প্রদান করবে।
১৪.	পণ্য পরিবহন খরচ	মুনাফাজাতীয় ব্যয়	পণ্য মুনাফা অর্জনের জন্য কেনা হয়। এটা ঐবছরের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে ইহা মুনাফাজাতীয় ব্যয়।
১৫.	বাট্টা প্রাপ্তি	মুনাফাজাতীয় আয়	এ প্রাপ্তি এ বছরেই পাওয়া গেল যা পরে আর পাওয়া যাবে না।
১৬.	সদস্যদের চাঁদা প্রাপ্তি	মুনাফাজাতীয় আয়	এ প্রাপ্তিও সংশ্লিষ্ট বছরের সাথে সীমাবদ্ধ।
১৭.	সদ্য কেনা যন্ত্রপাতি	মূলধনজাতীয় ব্যয়	এ ব্যয়ের মাধ্যমে ব্যবসায়ের মুনাফার্জন ক্ষমতা বেড়েছে

নং	আয়-ব্যয়	শ্রেণী	কারণসহ ব্যাখ্যা
	মেরামত		যা দীর্ঘদিন ধরে চলবে।
১৮.	কাঁচামাল ক্রয়	মুনাফাজাতীয় ব্যয়	এ ব্যয় পণ্য উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট যা ব্যবসায়ের মুনাফার্জনের লক্ষ্যে করা হয়েছে এবং বার বার করা হতে পারে।
১৯.	কপিরাইটের জন্য ব্যয়	মূলধনজাতীয় ব্যয়	এ ব্যয়ের মাধ্যমে ব্যবসার মুনাফার্জন ক্ষমতা বাড়ে যা অনেক বছর ধরে চলবে।
২০.	কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন ব্যয়	মূলধনজাতীয় ব্যয় বা বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয়	নতুন জায়গায় যন্ত্রপাতি স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপনের ফলে একটি মুনাফাজাতীয় ব্যয় হয়েছে যার ফল ৫ বছর সুবিধা পাওয়া যাবে। আর ঐ ব্যয় সম্পদে যোগ হলে তা মূলধনজাতীয় ব্যয় বলে গণ্য হবে।
২১.	মনিহারী ক্রয়	মুনাফাজাতীয় ব্যয়	মুনাফার্জনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট বছরের জন্য এ ব্যয় করা হয়।
২২.	পণ্য বিক্রয়	মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি	এ প্রাপ্তি মুনাফার্জনের জন্য এবং নির্দিষ্ট বছরের সাথে জড়িত।
২৩.	মামলা খরচ	মুনাফাজাতীয় ব্যয়	এ ব্যয় দেনা আদায়ের জন্য সামায়িকবাবে করা হয়। এবং ঐ সময়ের সাথেই জড়িত।
২৪.	উপ-ভাড়াটিয়া থেকে ভাড়া প্রাপ্তি	মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি ও আয়	এ প্রাপ্তি সংশ্লিষ্ট মাস বা বছরের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং প্রতি মাসেই তা পাওয়া যাবে।
২৫.	কারখানার লেআউট দিতে ইঞ্জিনিয়ারকে দেয়া অর্থ	মূলধনজাতীয় ব্যয়	ইহা কারখানার মূল্যের সাথে জড়িত যা বহুদিন পর্যন্ত ব্যবসায়ে সুবিধা প্রদান করবে।

পাঠ সংক্ষেপ

- যে ব্যয় প্রকৃতিগতভাবে মুনাফাজাতীয় এবং প্রতিদানের ক্ষেত্রে মূলধনজাতীয় তাকে বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলে। একে মুনাফার বিপরীতে চার্জ করে করে অবলোপন করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১২.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। আপনি কোন্ উক্তিটি সঠিক বলে মনে করেন?
- ক. বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয় আসলে মুনাফাজাতীয় ব্যয়
- খ. ইহা মূলত: মূলধনজাতীয় ব্যয়
- গ. এর ফল বিলম্বে আসে
- ঘ. ইহা প্রকৃতগতভাবে মুনাফাজাতীয় কিন্তু ফলপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে মূলধনজাতীয়।

২। পুরাতন ট্রাকের জন্য নতুন টায়ার ক্রয় কোন্ জাতীয় ব্যয়?
- ক. মূলধনজাতীয়
- খ. মুনাফাজাতীয়
- গ. বিলম্বিত মুনাফাজাতীয়
- ঘ. কোনটি নয়।

৩। বড় অংকের কয়েকবছর স্থায়ী বিজ্ঞাপন খরচ কোন্ জাতীয় ব্যয়?
- ক. মূলধনজাতীয়
- খ. মুনাফাজাতীয়
- গ. বিলম্বিত মুনাফাজাতীয়
- ঘ. কোনটি নয়।

পাঠ-৪ আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি নির্ধারণ (Determination of Nature of Income and Expenditure)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি নির্ধারণের নীতিমালা বর্ণনা করতে পারবেন

বিষয়বস্তু

মূলধন জাতীয় এবং মুনাফাজাতীয় আয়-ব্যয় নির্ধারণ নীতিমালা (Principles of Determining Capital and Revenue Income and Expenditure)

মূলধনজাতীয় এবং মুনাফাজাতীয় আয়-ব্যয় নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট কোন মূলনীতি ঠিক করা অত্যন্ত জটিল কাজ। এর বাঁধাধরা কোন নিয়মও নেই। বিভিন্ন অবস্থাকে ব্যবসায়ের প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে এটা নির্ধারণ করা হয়। ধরুন বলা হল, মটরগাড়ী ক্রয় ১০,০০,০০০ টাকা এবং মটরগাড়ী বিক্রয় হল ৩,০০,০০০ টাকায় (ক্রয় মূল্য ২,৫০,০০০ টাকা)। এখন আপনি হয়ত বলবেন মটরগাড়ী ক্রয় অর্থ একটি স্থায়ী সম্পদ ক্রয় যা ব্যবসায়ে বহুদিন ফল প্রদান করবে এবং স্থায়ী সম্পদ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ৫০,০০০ টাকা (৩,০০,০০০-২,৫০,০০০) উভয়ই মূলধনজাতীয়। প্রথমটি ব্যয় এবং দ্বিতীয়টি আয়। আমি বলব আপনার কথা ঠিক নয়। আমি মনেকরি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি মটরগাড়ীর ব্যবসা করে। সুতরাং মুনাফার্জনের জন্য মটরগাড়ী ক্রয় মাল ক্রয়ের মত মুনাফাজাতীয় ব্যয় এবং মুনাফার্জনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট বছরে বিক্রিত মাল বা পণ্য বিক্রয় মূল্য ৩,০০,০০০ টাকা মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি।

এখন কি করা যাবে? দুটি যুক্তিই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং ব্যবসায়ের প্রকৃতি, আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি অর্থাৎ স্বল্পকালীন না দীর্ঘকালীন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে কিছু নীতি বা বৈশিষ্ট্য ঠিক করা যায় যার আলোকে বলা যাবে আয়-ব্যয়টি মুনাফাজাতীয় না মূলধনজাতীয়। নিম্নে এসব নীতি বা বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল ঃ

১. **মূলধনজাতীয় ও মানাফাজাতীয় ব্যয় নির্ধারণ নীতিমালা (Principles of Determining Capital and Revenue Expenditure) ঃ** উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল মূলধন ও মুনাফাজাতীয় ব্যয় নির্ধারণ বেশ কঠিন ব্যাপার। তবে নিম্নলিখিত নীতি ও বৈশিষ্টগুলির প্রতি খেয়াল রাখলে সহজে মূলধনজাতীয় ও মুনাফাজাতীয় ব্যয় নির্ধারণ করা যাবে ঃ

   ক) ব্যয়ের উদ্দেশ্য ঃ ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড চালু রাখার উদ্দেশ্যে (To maintain the business) যে ব্যয় সংঘটিত হয় তাকে মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলা হবে এবং ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে (to improve the business) যে ব্যয় সম্পাদিত হয় তাকে মূলধনজাতীয় ব্যয় বলা হবে।

   খ) ব্যয়ের প্রকৃতি ঃ ব্যয় যদি স্থায়ী প্রকৃতির এবং এককালীন হয় তাহলে ঐ ব্যয়কে মূলধনজাতীয় এবং ব্যয় যদি সাময়িক ও পূনঃ পূনঃ সংঘটিত হয় তাহলে তাকে মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলে গণ্য করা হবে।

   গ) উপযোগের প্রকৃতি ঃ কোন স্থায়ী সম্পত্তিতে ব্যয়িত অর্থ যদি উক্ত সম্পত্তির উপযোগিতা বাড়ায় তাহলে তাকে মূলধনজাতীয় ব্যয় এবং ঐ ব্যয়ের ফলে যদি ঐ সম্পত্তির উপযোগ পূর্বের মতই থাকে তাহলে তাকে মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলে গণ্য করা হবে।

   ঘ) সুবিধাভোগের মেয়াদ ঃ ব্যবসায়ের ব্যয় সুবিধা প্রাপ্তির আশায় করা হয়। যে ব্যয়ের সুবিধা একটি আর্থিক বছরের মধ্যে নি:শেষ হয়ে যায় তাকে মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলা হবে। আর যে ব্যয়ের সুবিধা একাধিক বছর ধরে ভোগ করা যাবে তাকে মূনাফা জাতীয় ব্যয় বলা হবে।

   ঙ) উৎপাদন বা মুনাফার্জন ক্ষমতা ঃ যদি কোন ব্যয়ের ফলে ব্যবসায়ের মুনাফার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা কোন সম্পদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে তাহলে ঐ ব্যয়কে মূলধনজাতীয় ব্যয় বলে গণ্য করা হবে। আর যদি কোন ব্যয়ের ফলে সংশ্লিষ্ট বছরের মুনাফা হ্রাস পায় বা কোন সম্পদের উৎপাদন ক্ষমতা একই রূপ থাকে তাহলে ঐ ব্যয়কে মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলে গণ্য করা হবে।

চ) সম্পদ ক্রয়ের উদ্দেশ্য ঃ যদি কোন স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় তাহলে তজ্জন্য যে ব্যয় হয় তা মুনাফা জাতীয় ব্যয় এবং যদি কোন স্থায়ী সম্পত্তি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় তাহলে তার জন্য যে ব্যয় হবে তা মূলধনজাতীয় ব্যয় বলে গণ্য হবে।

ছ) সম্পত্তির পেছনে ব্যয়িত খরচ ঃ স্থায়ী প্রকৃতির কোন সম্পদ অর্জন, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, নবায়ন, সংস্থাপন, পুনঃস্থাপন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে যে ব্যয় হয় তা মূলধনজাতীয় ব্যয়। আর ঐ সম্পদকে সচল রাখতে বার বার যে ব্যয় হবে(যেমন, মেরামত ব্যয়) তা মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলে গণ্য করতে হবে।

জ) সম্পত্তির ক্ষয় ও ক্ষয়পূরণ ঃ সম্পদ আজীবন বা অনন্তকাল স্থায়ী হয় না। তাই সম্পত্তির আয়ুষ্কালকে তার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে ক্ষয় পূরণের জন্য অবচয় ধার্য করা হয়। এ অবচয় মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের অন্তর্ভুক্তি কিন্তু পুরাতন কোন সম্পত্তি ক্রয় করে তার পেছনে আরও অর্থ ব্যয় করে যদি ঐ সম্পত্তিকে কার্যক্ষম করা হয় বা তার কার্যক্ষমতা বাড়ানো হয় তাহলে ঐ ব্যয়কে মূলধন জাতীয় ব্যয় বলে গণ্য করা হবে।

ঝ) সম্পদের প্রতিস্থাপন ঃ যদি কোন পুরাতন সম্পত্তির পরিবর্তে অন্য একটি নতুন সম্পত্তি প্রতিস্থাপন করা হয়, তাহলে নতুন সম্পত্তি প্রতিস্থাপন করা হয়, তাহলে নতুন সম্পত্তির জন্য ব্যয়িত সব অর্থ মূলধনজাতীয় ব্যয় বলে গণ্য হবে। কিন্তু হিসাবের বইতে দেখানো মূল্য ঐ সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থের চেয়ে যদি বেশী হয় (ক্ষতি হয়) তাহলে তাকে (ক্ষতিকে) মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলে গণ্য করা হবে। কেউ কেউ একে বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলে গণ্য করে থাকেন।

২। মূলধনজাতীয় ও মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি ও আয় নির্ধারণ নীতিমালা (Principles for Determining capital and Revenue Receipts and Income) ঃ ব্যয়ের মত মূলধনজাতীয় এবং মুনাফাজাতীয় আয় চিহ্নিত করার জন্যও কিছু মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্যর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। নিম্নে এগুলি আলোচিত হলো।

ক) প্রাপ্তির উৎস ঃ ব্যবসায়ের কোন অর্থ প্রাপ্তি বা আয় যদি কোন স্থায়ী প্রকৃতির সম্পদ থেকে হয়ে থাকে তাহলে তাকে মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি বা আয় বলা হবে। আর যদি প্রাপ্তির উৎস অস্থায়ী প্রকৃতির বা সাময়িক হয় তাহলে ঐ প্রাপ্তিকে মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি বা আয় বলা হবে।

খ) প্রাপ্তির মেয়াদ ঃ কোন প্রাপ্তি যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য পাওয়া যায় বা ধরে রাখা যায় তাহলে তাকে মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি বলা যাবে। আর যদি ঐ প্রাপ্তি স্বল্পকালীন সময়ের জন্য হয়ে থাকে তাহলে তাকে মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি বলে গণ্য করা হবে। যেমন- নতুন মূলধন বা ঋণ মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি এবং বিক্রয়, প্রাপ্ত কশিন ইত্যাদি মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি।

গ) বিক্রয়ের প্রকৃতি ঃ কোন আয় যদি স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় থেকে পাওয়া যায় তাহলে তাকে মূলধনজাতীয় আয় বলা হবে। আর যদি কোন আয় বা প্রাপ্তি চলতি সম্পত্তি বিক্রয় থেকে পাওয়া যায়(মজুত পণ্য বিক্রয়) তাহলে তাকে মুনাফাজাতীয় আয় বলে গণ্য করা হবে।

ঘ) প্রাপ্তির ধরন ঃ কোন প্রাপ্তি যদি বার বার কোন উৎস থেকে আসে তাহলে তাকে মুনাফাজাতীয় আয় বলা হবে। আর যদি ঐ প্রাপ্তি হঠাৎ বা এককালীন হয় তাহলে তা মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি বলে গণ্য করা হবে।

পাঠ-সংক্ষেপ

- আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি নির্ধারণ মোটামুটি কঠিন কাজ। তবে যদি কিছু নীতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি থেকে আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয় তাহলে একটু সহজেই তা নির্ধারণ করা যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১২.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। নীচের কোন্ উক্তিটি সঠিক ?

ক. আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি নির্ধারণের বাঁধাধরা কোন নীতিমালা নেই

খ. আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে

গ. আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি নির্ধারণ নিস্প্রয়োজন

ঘ. উপরের কোন উক্তিই ঠিক নয়।

২। নীচের কোন্ উক্তিটি ঠিক নয়?

ক. সাধারণত সম্পদ ক্রয়ের প্রথম দিনের খরচ মূলধনজাতীয় এবং পরে বারবার কৃত খরচ মুনাফাজাতীয়

খ. গাড়ী বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করলে তা মূলধনজাতীয় ব্যয় হবে

গ. গাড়ী ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্রয় করলে তা মূলধনজাতীয় ব্যয় হবে

ঘ. প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে নতুন সম্পত্তির জন্য ব্যয় মূলধনজাতীয় ব্যয়।

৩। নিম্নের কোন্ উক্তিটি সঠিক নয়?

ক. স্থায়ী প্রকৃতির সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয় মূলধনজাতীয়

খ. চলতি সম্পত্তি বিক্রয় থেকে প্রাপ্তি মুনাফাজাতীয়

গ. দীর্ঘসময়ের জন্য প্রাপ্তি মূলধনজাতীয়

ঘ. হঠাৎ বা এককালীন প্রাপ্তি মুনাফাজাতীয়।

পাঠ-৫

মূলধন ও মুনাফাজাতীয় আয়-ব্যয় নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা
(Importance of Determining Capital and Revenue Income & Expenditure)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মূলধন ও মুনাফাজাতীয় আয়-ব্যয় নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

আমরা জেনেছি যে, মুনাফাজাতীয় আয়-ব্যয়গুলো ক্রয়-বিক্রয় এবং লাভ-ক্ষতি হিসাবে দেখাতে হয় এবং মূলধনজাতীয় আয়-ব্যয়গুলো উদ্বর্তপত্রে লিখতে হয়। মনে করুন, রেওয়ামিলে দেয়া আছে পণ্য ক্রয় ৫০০ টাকা, হাতে নগদ ৫০০ টাকা এবং বিক্রয় ১,০০০ টাকা। রেওয়ামিল মিলেছে। কিন্তু চূড়ান্ত হিসাব তৈরীর সময় পণ্যক্রয় ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে না দেখিয়ে এটি দেখিয়ে উদ্বর্তপত্রের সম্পত্তি পাশে দেখানো হলো। লাভ হল ১,০০০ টাকা যা দায় পাশে রইল। উদ্বর্তপত্র মিলে গেল।

এখন চিন্তা করে দেখুন লাভ সত্যিই কি ১,০০০ টাকা? আসলে লাভ-ক্ষতি হিসাবের ক্রেডিট ব্যালান্স ৫০০ টাকা হওয়া উচিৎ ছিল। কারণ ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে ডেবিট হবে ৫০০ টাকা এবং ক্রেডিট হবে ১,০০০ টাকা যার জের লাভ-ক্ষতি হসিাবে আনিত হবে। এবং উদ্বর্তপত্রের দায় দিকে লাভ দেখাতে হবে ঐ ৫০০ টাকা এবং সম্পত্তি পাশে থাকবে হাতে নগদ ৫০০ টাকা। তাহলে দুভাবেই উদ্বর্তপত্র মেলানো হলো। মূলতঃ প্রথম মিলানোটা ভুল ছিল। কারণ পণ্য ক্রয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় যা কখনই উদ্বর্তপত্রে লেখা যাবে না। এটি ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে লিখতে হবে। সুতরাং বছর শেষে সঠিক লাভ-ক্ষতি নির্ণয়সহ ব্যবসায়ের সঠিক চিত্র প্রতিফলনের জন্য আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি নির্ধারণ একান্ত আবশ্যিক কাজ। যেসব কারণে আয়-ব্যয়কে মূলধন ও মুনাফাজাতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হয় তাদের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. **ব্যবসার সঠিক লাভ-ক্ষতি নির্ণয় ঃ** মুনাফাজাতীয় আয়-ব্যয় ক্রয় বিক্রয় হিসাব এবং লাভ-ক্ষতি হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হয়। এভাবে হিসাবভুক্তির পর জের টেনে ব্যবসার লাভ-ক্ষতি নির্ধারণ করা হয়। যদি মূলধনজাতীয় আয়-ব্যয় ক্রয়-বিক্রয় বা লাভ-ক্ষতি হিসাবে এসে যায় তাহলে সঠিক লাভক্ষতি নির্ণয় হবে না। আবার মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয় যদি এ দুই হিসাব থেকে বাদ পড়ে তাহলেও সঠিক লাভ ক্ষতি নির্ণিত হবে না। সুতরাং ব্যবসার সঠিক লাভ-ক্ষতি নির্ণয়ের জন্য আয়-ব্যয়কে মূলধন ও মুনাফাজাতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

২. **সঠিক আর্থিক অবস্থা নির্ণয় ঃ** উদ্বর্তপত্র ব্যবসার দর্পণ। উদ্বর্তপত্রের সম্পত্তি পাশে মূলধনী ব্যয়, মুনাফাজাতীয় বকেয়া আয় ও অগ্রিম অবচয়গুলো লেখা থাকে। দায় পাশে থাকে মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি, মুনাফাজাতীয় বকেয়া খরচ ও অগ্রিম প্রাপ্তিগুলো এবং লাভ-ক্ষতি হিসাবের ক্রেডিট জের। এর ডেবিট জের থাকে সম্পত্তি পাশে অলিক সম্পদ হিসাবে। এই হল একটি প্রতিষ্ঠানের চিত্র। কিন্তু এর ব্যতিক্রম যদি হয় এবং এক জাতীয় খরচ যদি অন্যত্র লেখা হয় তাহলে আর্থিক চিত্র অবশ্যই ভুল হবে। সুতরাং ব্যবসায়ের সঠিক আর্থিক অবস্থা নিরূপণের জন্য আয়-ব্যয়কে মূলধন ও মুনাফাজাতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা আবশ্যক।

৩. **হিসাবভুক্তির সমস্যার সমাধান ঃ** কোন কোন সময় হিসাবরক্ষক বা নতুন ব্যবসায়ী কোন্ আয়-ব্যয় কোথায় দেখানো হবে চূড়ান্ত হিসাবের সময় তা নিয়ে জটিলতায় পড়তে পারেন। যেমন, মুনাফার্জনের লক্ষ্যে পণ্য ও স্থায়ী প্রকৃতির সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় মুনাফাজাতীয় কিন্তু স্থায়ী প্রকৃতির পণ্য বা সম্পদ যদি ব্যবহারের জন্য কেনা হয় তাহলে মূলধনজাতীয়। পূর্বের ক্রয় যাবে ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে এবং পরবর্তী ক্রয়লব্ধ সম্পদ যাবে উদ্বর্তপত্রের সম্পত্তি পাশে। সুতরাং সঠিক হিসাবভুক্তি নিশ্চিত করতেও আয়-ব্যয়ের মূলধন ও মুনাফাজাতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা আবশ্যক।

৪. **একই খাতের ভিন্ন প্রকৃতির ব্যয় ঃ** কোন কোন সময় একই খাতের ব্যয় ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ায় তা কখনও মুনাফাজাতীয় হয় এবং কখনও মূলধনজাতীয় হয়। নতুন কোন লোক এ নিয়ে জটিলতায় পড়তে পারেন যে এটা কোন হিসাবের অন্ত র্ভুক্ত হবে। এখানেও ভুল হলে লাভ-ক্ষতি বা আর্থিক চিত্রে ভুল হবে। যেমন- কোন সম্পত্তি অর্জনের খরচ, সংস্থাপন খরচ ইত্যাদি মূলধনজাতীয় কিন্তু ঐ সম্পদ মেয়ামতের খরচ মুনাফাজাতীয়। মেরামত খরচ মুনাফাজাতীয় দেখলাম কিন্তু নতুন ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির মেরামত খরচ মূলধনজাতীয়। সুতরাং মূলধন ও মুনাফাজাতীয় আয-ব্যয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে যেকোন সময় ভুল হতে পারে। তাই প্রতিষ্ঠানের সব আয়-ব্যয়কে মূলধন ও মুনাফাজাতীয় শ্রেণীতে বিভক্তকরণ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

পাঠ সংক্ষেপ

- ব্যবসায়ের সঠিক লাভ-ক্ষতি নির্ণয়, সঠিক আর্থিক চিত্রের প্রতিফলনসহ সমস্ত হিসাবভুক্তিজনিত জটিলতা নিরসনের জন্য আয়-ব্যয়কে মূলধন ও মুনাফাজাতীয় শ্রেণীতে বিভক্তকরণ একান্ত দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১২.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। নীচের কোন্ উক্তিটি সঠিক?

ক. ব্যবসায়ের সঠিক চিত্র চূড়ান্ত হিসাবে প্রতিফলিত করতে হলে আয়-ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ করা একান্ত দরকার
খ. খামাখা আয়-ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ করার দরকার নেই
গ. রেওয়ামিল মিললেই ব্যবসার সঠিক চিত্র প্রতিফলিত হবে
ঘ. উদ্বর্তপত্র মিললেই (সম্পদ ও দায় পাশ) হিসাব সঠিক ধরা হবে।

২। আয়-ব্যয়ের শ্রেণীভেদ নির্ধারণের দরকার কি?

ক. হিসাবরক্ষককে কাজে ব্যস্ত রাখার জন্য
খ. সব লেনদেনকে হিসাবভুক্ত করার জন্য
গ. ব্যবসার সঠিক লাভ-ক্ষতি নির্ণয় ও আর্থিক অবস্থার প্রতিফলনের জন্য
ঘ. চূড়ান্ত হিসাব তৈরী করার জন্য।

রচনামুলক প্রশ্ন ঃ

১. মূলধনজাতীয় এবং মুনাফাজাতীয় আয়ের সংজ্ঞা দিন।

২. মূলধন ও মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলতে কি বুঝেন?

৩. চিত্রসহ আয়-ব্যযের শ্রেণীভেদের উলেখ্ম করুন।

৪. বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের উদহারণসহ সংজ্ঞা দিন।

৫. মূলধন ও মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয় নির্ধারণের নীতিমালা বর্ণনা করুন।

৬. মূলধনজাতীয় এবং মুনাফাজাতীয় ব্যয় নির্ধারণের নীতিমালার উল্লেখ করুন। উদাহরণ দিন।

৭. মূলধনজাতীয় এবং মুনাফাজাতীয় আয় নির্ধারণের নীতিমালা উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৮. মূলধনজাতীয় ও মুনাফাজাতীয় আয়-ব্যয় নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে কি আপনি মনে করেন? আপনার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৯. নিম্নের কোন্টি মূলধনজাতীয় এবং কোন্টি মুনাফাজাতীয় তা চিহ্নিত করুন।

ক. বিজ্ঞাপন ব্যয় ২০০ টাকা;	খ. আসবাবপত্র ক্রয়;	গ. মনিহারী দ্রব্যাদী ক্রয়;
ঘ. কর্মচারীদের বেতন;	ঙ. নতুন যন্ত্রের সংস্থাপন ব্যয়;	চ. মেশিন মেরামত খরচ;
ছ. কাঁচামালের জলযান ভাড়া;	জ. যন্ত্রপাতি পরিবহনের জাহাজ ভাড়া;	ঝ. মজুরী প্রদান;
ঞ. ঋণের সুদ;	ট. লভ্যাংশ প্রাপ্তি;	ঠ. পুরাতন যন্ত্র বিক্রয় থেকে লাভ অর্জন;
ড. মামলা খরচ;	ঢ. অবচয়;	ণ. শুল্ক প্রদান।

১০. নিম্নের কোনটি মুনাফাজাতীয় এবং কোন্টি মূলধনজাতীয় তা নির্ণয় করে কারণ ব্যাখ্যা করুন।

ক) পুরাতন গাড়ী ক্রয় করে তার ইঞ্জিন মেরামত খরচ;	খ) গাড়ীর অবচয়;
গ) বীমা প্রিমিয়াম;	ঘ) আয়কর প্রদান;
ঙ) নতুন মেশিন ক্রয়ের জাহাজ ভাড়া;	চ) কারখানার সম্প্রসারণ ব্যয়;
ছ) ব্যবসা স্থানান্তর ও যন্ত্রপাতি পুনঃস্থাপন ব্যয়;	জ) একটি পুরাতন ফার্মের সুনাম ক্রয়;
ঝ) কারখানা তৈরীর তত্ত্বাবধান খরচ;	ঞ) ভূমি ক্রয়ের নিবন্ধন খরচ।

১১. নিম্নের কোনটি কোন জাতীয় আয়-ব্যয় তা চিহ্নিত করে কারণ ব্যাখ্যা করুন।

ক) কেয়ার টেকারের মজুরী;

খ) নতুন মেশিন সংস্থাপনকারীর মজুরী;

গ) কর্মচারীর ইউনিফর্ম ক্রয় ১,০০০ টাকা;

ঘ) বৃষ্টির পর দালানের রং করতে ৫০০ টাকা ব্যয় হয়েছে;

ঙ) অগ্নি বীমা প্রিমিয়াম ১ বছরের জন্য ২০০ টাকা দেয়া হল;

চ) ৩ বছরের জন্য বিজ্ঞাপনদাতাকে ২০,০০০ টাকা দেয়া হল;

ছ) নতুন পণ্য আবিষ্কারের গবেষণা ব্যয়;

জ) বিনিয়োগের সুদ পাওয়া গেল;

ঝ) ইসলামী ব্যাংকের জমা হিসাবে মুনাফা দিয়েছে ৫,০০০ টাকা;

ঞ) অধিহারে শেয়ার ইস্যু করা হলো;

ট) পুরাতন আসবাব পত্র বিক্রয় থেকে লাভ হলো ৩০০ টাকা;

ঠ) কোম্পানীর প্রাথমিক খরচ;

ড) শিক্ষানবিশ সেলামী পাওয়া গেল;

ঢ) কপিরাইট অর্জনের ব্যয়;

ণ) ডাকটিকিট ক্রয়।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১২.১	ঃ	১. খ	২. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১২.২	ঃ	১. গ	২. খ	৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১২.৩	ঃ	১. ঘ	২. ক	৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১২.৪	ঃ	১. ক	২. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১২.৫	ঃ	১. ক	২. গ	